সংবাদ

তারিখ 18 MAY 2010
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

এসএসসি উত্তীর্ণদের ভর্তি নিয়ে উদ্বেগ সৃষ্টি বিভ্রান্তিকর

আসন সঙ্কট নেই

রাকিব উদ্দিন

এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া শিক্ষার্থীদের কলেজে ভর্তিতে কোন আসন সঙ্কট নেই। দশটি শিক্ষা বোর্ড থেকে এবার এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে ৯ লাখ ৬০ হাজার ৪৯২ জন শিক্ষার্থী। আর দেশের সরকারি, বেসরকারি এমপিওভুক্ত, নন-এমপিওভুক্ত এবং প্রাইভেট কলেজগুলোতে ১০ লাখের বেশি শিক্ষার্থী উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারবে। এবার সারাদেশে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৮২ হাজার ৯৬১ জন শিক্ষার্থী। রাজধানীর 'এ' ক্যাটাগরির (ভালমানের) কলেজগুলোতেই ভর্তি হতে পারবে প্রায় ৪০ হাজার শিক্ষার্থী। সারাদেশে ভালমানের কলেজগুলোতে ভর্তি হতে পারবে আরও ১ লাখ শিক্ষার্থী। কাজেই কলেজগুলোতে কোন আসন সঙ্কট নেই। এ বিষয়ে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের উদ্বেগের কোন কারণ নেই। তবে রাজধানীর ভালমানের কলেজগুলোতে প্রতিবারের মতো এবারও তীব্র ভর্তি যুদ্ধ হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

উত্তীর্ণ ৯ লাখ ৬০ হাজার ৪শ' ৯২
আসন ১০ লাখেরও বেশি

এদিকে সরকারের শিক্ষা, তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) দু-তিন বছর আগের সরবরাহ করা তথ্য-উপাত্ত প্রচার করে কলেজগুলোতে আসন সঙ্কট দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে চরম বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছেন সংশ্লিষ্টরা। কিন্তু ব্যানবেইস বলছে, উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তি সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যানবেইসের বরাত দিয়ে যেসব তথ্য প্রচার হচ্ছে, সে সম্পর্কে ব্যানবেইস অবগত নয়। এ ব্যাপারে ব্যানবেইসের পরিচালক আহসান আবদুল্লাহ 'সংবাদ'কে বলেন, উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তির বিষয়ে আসন সঙ্কট নিয়ে ব্যানবেইসের বরাত দিয়ে বিভিন্ন সংস্থা যেসব তথ্য-উপাত্ত প্রচার করছে সেগুলো ভিত্তিহীন। কারণ আমরা কাউকে এ সংক্রান্ত বিষয়ে কোন তথ্য-উপাত্ত দেয়নি। ব্যানবেইসের বরাত দিয়ে সরকারি ও বেসরকারি কলেজের ভর্তি সংক্রান্ত বিষয়ে যেসব তথ্য প্রচার করা হচ্ছে সে সম্পর্কে ব্যানবেইস অবগত নয় বলেও তিনি জানান। যোগাযোগ সুবিধা, আর্থিক সমস্যা এবং পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে গ্রামাঞ্চল ও মফস্বলের অনেক মেধাবী শিক্ষার্থীই শহরমুখী

সঙ্কট : পৃষ্ঠা : ১১ ক : ৭

সঙ্কট : নেই

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হতে চায় না বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানান। তারপরও রাজধানীসহ বিভিন্ন শহরের অনেক 'এ' ক্যাটাগরির কলেজে ডাবল শিফট চালুর বিষয় বিবেচনা করছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা 'সংবাদ'কে জানান উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে কলেজগুলোতে ভর্তি নিয়ে অতীতে কখনও আসন সঙ্কট সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু ব্যানবেইস প্রতিবারই বিভ্রান্তিকর তথ্য সরবরাহ করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে।

ব্যানবেইসের তথ্য মতে, দেশে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তিযোগ্য কলেজ আছে সরকারি ২৫১টি এবং বেসরকারি ২ হাজার ৫৪৩টি। এসব কলেজে আসন আছে প্রায় পৌনে ৫ লাখ। আর এ বছর এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে ৯ লাখ ৬০ হাজার ৪৯২ জন শিক্ষার্থী। ব্যানবেইসের সরবরাহকৃত তথ্য মতে, এবার প্রায় আড়াই লাখ শিক্ষার্থীর উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তি অনিশ্চিত। কিন্তু বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, ব্যানবেইসের তথ্যের সঙ্গে বোর্ডের তথ্যের কোন মিল নেই। কারণ ব্যানবেইস কেবল এমপিওভুক্ত (মান্থলি পে-অর্ডার) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পুরনো তথ্য নিয়ে কাজ করছে।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে শিক্ষার্থীদের ভর্তি নিয়ে অতীতে কোন সমস্যা হয়নি, এবারও কোন সমস্যা হবে না। শিগগিরই কলেজগুলোতে ভর্তির নতুন নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে বলেও তিনি জানান।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, এইচএসসি'তে ভর্তি সঙ্কট কাটাতে এবং ভাল কলেজে মেধাবী শিক্ষার্থীদের ভর্তি নিশ্চিত করতে আগামী সপ্তাহেই রাজধানীর টিচার্স ট্রেনিং কলেজ মিলনায়তনে রাজধানীর বিভিন্ন কলেজ ও স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষদের নিয়ে মতবিনিময় সভা করে ভর্তি বিষয়ে নতুন নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে। এ ব্যাপারে গতকাল সোমবার থেকেই বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষ এবং সংশ্লিষ্টদের চিঠি দেয়া শুরু হয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) কলেজ শাখার কর্মকর্তারা জানান, সারাদেশের সরকারি-বেসরকারি (এমপিওভুক্ত, নন-এমপিওভুক্ত) ও প্রাইভেট কলেজগুলোতে এবার উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে আসন আছে কমপক্ষে ১০ লাখ। কিন্তু ব্যানবেইসের কর্মকর্তারা কেবল সরকারি ও এমপিওভুক্ত কলেজগুলোর তথ্য সরবরাহ করছে।

এবার ১০টি শিক্ষা বোর্ডে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়েছে ৮২ হাজার ৯৬১ জন শিক্ষার্থী। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ঢাকা বোর্ড থেকে জিপিএ-৫ পেয়েছে ২১ হাজার ১৪২ জন শিক্ষার্থী। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ঢাকা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শন বিভাগের তথ্য মতে, রাজধানীতে বেসরকারি কলেজই আছে ১৭৬টি। এর মধ্যে কমপক্ষে ২০ থেকে ২৫টি কলেজই 'এ' ক্যাটাগরির। এসব কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে এবার ভর্তি হতে পারবে কমপক্ষে ২০ থেকে ২২ হাজার মেধাবী শিক্ষার্থী। জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের অপেক্ষাকৃত ভালমানের কলেজে ভর্তি হতে কোন সমস্যা হবে না বলে সংশ্লিষ্টরা বলছেন।

অথচ ব্যানবেইসের কর্মকর্তারা পুরনো তথ্য সরবরাহ করে বলছে, রাজধানীতে বেসরকারি কলেজ আছে ১০৫টি এবং সরকারি কলেজ আছে ১১টি। সারাদেশে 'এ' ক্যাটাগরির কলেজ আছে মাত্র ৪২৪টি। এর মধ্যে ঢাকা বিভাগে ৯৩টি, চট্টগ্রাম বিভাগে ৯৪টি, খুলনা বিভাগে ৫১টি, রাজশাহী বিভাগে সর্বোচ্চ ১৩৮টি এবং বরিশাল বিভাগে ৩৬টি 'এ' ক্যাটাগরির কলেজ আছে। আর মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের 'এ' ক্যাটাগরির শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন তালিকা সংশ্লিষ্টদের কাছে নেই। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তারা বলছেন, সারাদেশে 'এ' ক্যাটাগরির কলেজ আছে প্রায় ৬০০টি।

ব্যানবেইস বলছে, সরকারি-বেসরকারি কলেজগুলোর মধ্যে 'এ' ক্যাটাগরির কলেজ (অপেক্ষাকৃত ভালমানের) আছে মাত্র ১৪ থেকে ১৫টি। রাজধানীর শীর্ষস্থানীয় কলেজগুলো হলো- ঢাকা কলেজ, নটর ডেম কলেজ, ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, সিটি কলেজ, রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, হলিক্রস কলেজ, সেন্ট যোসেফ স্কুল এন্ড কলেজ, কমার্স কলেজ, মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ, মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, বিএফ শাহীন কলেজ, বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ রাইফেলস পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ। সংস্থাটির মতে, 'এ' ক্যাটাগরির কলেজগুলোতে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে আসন আছে মাত্র সর্বোচ্চ ১২ হাজার।

অন্যদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বলছে, মিরপুর বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, শেখ বোরহানউদ্দিন পোস্ট গ্রাজুয়েট বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, তেজগাঁও কলেজ, সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজসহ রাজধানীতে আরও ১০ থেকে ১৫টি 'এ' ক্যাটাগরির কলেজ আছে। এছাড়াও ৬/৭টি প্রাইভেট কলেজের শিক্ষার মানও 'এ' ক্যাটাগরির মানের মধ্যে পড়ে। সব মিলিয়ে রাজধানীর 'এ' ক্যাটাগরির কলেজগুলোতে কমপক্ষে ৩০ থেকে ৪০ হাজার মেধাবী শিক্ষার্থী ভর্তি হতে পারবে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান।

এছাড়াও এবার দশ বোর্ড থেকে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ৮২ হাজার ৯৬১ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ঢাকা বোর্ডের ২১ হাজার ১৪২ জন, দ্বিতীয় সর্বোচ্চ হলো মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের ২০ হাজার ৭৫৫ জন শিক্ষার্থী। ঢাকা ও মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ছাড়া বাকি ৮ বোর্ডের জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থী হলো ৪০ হাজার। সাধারণত মাদ্রাসা বোর্ডের শিক্ষার্থীরা মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনেই পড়ালেখা করে। এছাড়া সারাদেশে বেসরকারি আলিম মাদ্রাসাই আছে ১ হাজার ৪০৮টি। এসব মাদ্রাসায় ভর্তি হতে পারবে প্রায় ২ লাখ শিক্ষার্থী। অথচ এবার দাখিল পর্যায়ে মাদ্রাসা বোর্ড থেকে পাস করেছে ১ লাখ ৮২ হাজার ৪৩১ জন শিক্ষার্থী। স্বাভাবিকভাবেই বরাবরের মতো এবারও আলিম মাদ্রাসাগুলোয় অসংখ্য আসন শূন্য থাকবে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছে।

ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও আন্তঃশিক্ষা বোর্ডের আহ্বায়ক প্রফেসর ফাহিমা খাতুন 'সংবাদ'কে বলেন, উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তি সঙ্কট হবে না। আমাদের অনুসন্ধানে দেখা গেছে, দেশের অসংখ্য ভালমানের কলেজ প্রতিবারই পর্যাপ্ত শিক্ষার্থী পায় না। কিন্তু সমস্যা হলো সবাই ভাল কলেজে ভর্তি হতে চায়। এটাই হলো মূল সমস্যা।

তিনি আরও জানান, এবার কেবল ঢাকা বোর্ডেই উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারবে প্রায় আড়াই লাখ শিক্ষার্থী। এ বছর এ বোর্ড থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে পরীক্ষা দিয়েছে ১ লাখ ৯০ হাজার শিক্ষার্থী। রাজধানীর অনেক কলেজে ৫০০ থেকে ৬০০ আসন থাকলেও তারা শিক্ষার্থী পায় ২০০ থেকে ৩০০ জন। ভর্তি সংক্রান্ত বিষয়ে বিভ্রান্তিকর তথ্য সরবরাহের জন্য ব্যানবেইসের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া উচিত বলেও তিনি জানান।